যুগান্তর

তারিখ 23 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

নানা কৌশলে চলছে কোচিং বাণিজ্য

মুশতাক আহমদ

কোচিং বন্ধ হয়নি। বরং তা চলছেই। রাজধানী ঢাকাসহ প্রায় সারাদেশে এই একই চিত্র। শুক্রবার ঢাকাসহ সারাদেশে শিক্ষকরা কোচিং করিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, কোচিং করতে রাজি না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানোর মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। অথচ মাত্র দু'দিন আগে সরকার কোচিং নিয়ে একটি নীতিমালা জারি করে।

এর আগে কোচিং নিয়ে নীতিমালা জারি করলে তা না মানার ঘোষণা দিয়েছিলেন রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের কিছু শিক্ষক। ১৮ জুন এ নিয়ে তারা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনও করেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, শুক্রবার কোচিং করার মাধ্যমে তারা তাদের সেই চ্যালেঞ্জই রাখলেন।

নীতিমালা না মানার ঘোষণাতেই অনড় শিক্ষকরা

অভিভাবকরা জানিয়েছেন, বুধবার নীতিমালা জারির পর বৃহস্পতিবার অনেকেই কোচিং স্থগিত রেখেছিলেন। বিশেষ করে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল, মডেল, ভিকারুননিসা, মনিপুর, রাজউক উত্তরা মডেল, ন্যাশনাল আইডিয়াল, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, শামসুল হক খান স্কুল, যাত্রাবাড়ী আইডিয়ালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পড়তে যেতে বারণ করেন। কিন্তু শুক্রবারই ওইসব শিক্ষকের বাসা-বাড়ি কোচিংপ্রার্থী শিক্ষার্থীদের কলকাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে। রাজধানীর শাহজাহানপুর, মতিঝিলের কলোনীপাড়া, বেইলি রোড, সিদ্ধেশ্বরী, মিরপুরের বিভিন্ন সেক্টর, আজিমপুর, ফার্মগেট এলাকা, যাত্রাবাড়ী, দনিয়া ও দোলাইরপাড় এলাকা থেকে অভিভাবকরা এ তথ্য বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

বাণিজ্য : কোচিং

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন। তার কোচিং করতে রাজি না হওয়ায় নীতিমালা জারির পরের দিনই কুষ্টিয়ায় পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ আবু দারদা মোঃ আরিফ বিল্লাহ ১০ শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। কোচিং নিয়ে শিক্ষকদের কৌশলী অবস্থান গ্রহণ নতুন নয়। এর আগে গত বছরের শেষ দিকে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং নিয়ে কড়াকড়ি আরোপ করে, তখনও তারা কৌশলে কোচিং করিয়েছেন। বিশেষ করে মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং কমিটি যে ক'দিন কাজ করে, সে ক'দিন শিক্ষকরা কোচিং বন্ধ রাখেন। এরপর পুরোদমে তা চালু করেন।

এদিকে কোচিং ব্যবসা সম্প্রতি নয়া মেরুকরণ পেয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় স্কুল খুলে তার আড়ালে কোচিং ব্যবসা চলছে। রাজধানীর আজিমপুরে এমনি একটি প্রতিষ্ঠান হল রায়হান স্কুল ও কলেজ। মিরপুর ১৪ নম্বরেও এমনি একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

কোচিংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং হাইকোর্টে রিট মামলাকারী অভিভাবক ফোরামের চেয়ারম্যান জিয়াউল কবির দুলু শুক্রবার যুগান্তরকে জানান, সর্বোচ্চ আদালত কোচিং বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, তা জানতে চেয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় কিভাবে কোচিং করানো যাবে, সেই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তিনি বলেন, 'আমরা এ নীতিমালায় খুশি নই। আমাদের বক্তব্য আমরা আদালতে উপস্থাপন করব। কেননা, সরকার গরিব মানুষের ট্যাক্সের অর্থে শিক্ষকদের বেতন দিচ্ছে। তিনভাগ শিক্ষা বাজেটের ৬০ ভাগেরও বেশি এ খাতে ব্যয় হয়। এ বেতন দেয়ার অর্থ হল, তারা শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে পড়াবেন। কিন্তু তা না করে, কিভাবে কোচিংয়ে যেতে হয়, অনেক শিক্ষক ক্লাসে সেই প্রচারণা চালিয়ে থাকেন। সরকার এটা বন্ধ না করে বরং কোচিংকে বৈধতা দিল।' দুলু আরও বলেন, এরপরও সরকার যে নীতিমালা করেছে, তাও তো মানা হচ্ছে না। নীতিমালায় নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পড়ানো যাবে না। অথচ শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিভাবকদের তাদের সন্তানসহ কোচিং সেন্টারে যেতে হয়েছে।

সরকারের কোচিং নীতিমালা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে, কোচিং হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকের নির্ধারিত ক্লাসের বাইরে বা আগে অথবা পরে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বা বাইরে কোন স্থানে পাঠদান করা। আর কোচিং বাণিজ্য বলতে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা। কোচিংয়ের ব্যাপারে বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এটি বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন; যা পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছেন। এছাড়া অনেক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কোচিংয়ে বেশি সময় ব্যয় করছেন। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

চার পৃষ্ঠার নীতিমালায় বিভিন্ন উপধারাসহ মোট ১৪টি ধারা রয়েছে। এতে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকলে ও অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলে 'অতিরিক্ত ক্লাস'র ব্যবস্থা করা যাবে। এজন্য মেট্রোপলিটন ও বিভাগীয় এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রতি বিষয়ের জন্য গুনতে হবে ৩শ' টাকা। জেলা শহরে ২৫০ টাকা এবং উপজেলা শহরে ১৫০ টাকা করে। এ অর্থ থেকে অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যয় বাবদ ১০ ভাগ কেটে রাখবে। বাকি টাকা শিক্ষকদের মাঝে বণ্টিত হবে। কিন্তু আনুষঙ্গিক খরচের টাকা আলাদা নেয়া যাবে না। এ অর্থের বিনিময়ে শিক্ষার্থী মাসে অন্তত ১২টি ক্লাস পাবেন। আর এক এক ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন থাকবে। শিক্ষকরা নিজ বাসভবনে বা কোন বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না। এমনকি তারা ক্লাসরুম বা অতিরিক্ত ক্লাসের বাইরে নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের অনধিক দশজনকে কোচিং করাতে পারবেন। শিক্ষকরা কোচিংয়ে উৎসাহিত করতে পারবেন না। এমনকি শিক্ষকের নামে কোচিং সেন্টারের প্রচারণা করা যাবে না। নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করালে তার এমপিও বাতিলসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। একই ধরনের শাস্তি হবে নীতিমালার অন্যান্য ধারা লংঘন করলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি কোচিং বাণিজ্য রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রতিষ্ঠান প্রধানও প্রয়োজনীয় প্রচারণা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং পরিচালনা করা যাবে না।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী স্বাক্ষরিত এ নির্দেশনায় কোচিং মনিটরিং করার জন্য মেট্রোপলিটন ও বিভাগীয় এলাকার জন্য অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), জেলা পর্যায়ের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/শিক্ষা ও উন্নয়ন) এবং উপজেলা পর্যায়ে টিএনওদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের মনিটরিং কমিটিও গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জনস্বার্থে এ নির্দেশনা জারি এবং অবিলম্বে তা কার্যকর করা হবে।

নীতিমালা বাতিল দাবি : এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নয়া নীতিমালা বাতিল দাবি করেছেন কোচিংবাজ শিক্ষকরা। নীতিমালা জারির আগে ১৮ জুন রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডিআরইউতে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তারা নীতিমালা না মানারও ঘোষণা দিয়েছেন। এসময় তারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টার বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেন, বাণিজ্যিক কোচিং বন্ধ না হলে তারাও কোচিং চালিয়ে যাবেন।

ওই সংবাদ সম্মেলনটি আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ব্যানারে। এতে তারা বলেছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী গত সাড়ে তিন বছরে শিক্ষকদের দেয়া কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো দিতে পারেননি, শিক্ষকদের এমপিও বন্ধ করে রেখেছেন, বাজেটে শিক্ষকদের জন্য কোন বরাদ্দ নেই। এ অবস্থায় কোচিং বন্ধের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া যায় না। তাদের দাবি মানা না হলে প্রয়োজনে যে কোন আন্দোলনে যেতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। ওই সংবাদ সম্মেলনে রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা যোগ দেন। এতে সমিতির সভাপতি আবুল বাশার হাওলাদার মূল বক্তব্য রাখেন। আইডিয়াল স্কুলের গণিত শিক্ষক গোলাম মাওলা এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুলের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ড. ফারহানা বেগম বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।